পলিসি ব্রিফ
৯৯/ ২০২০
ডিসেম্বর ২০২০

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: দ্বিতীয় পর্ব

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইতোপূর্বে টিআইবি করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় প্রাক-সংক্রমণ, প্রস্তুতিমূলক পর্যায়, ও সংক্রমণ শুরুর প্রথম তিন মাসে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। উক্ত গবেষণায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলা কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা যায়, যার ফলে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রত্যাশিত পর্যায়ে রোধ করা সম্ভব হয় নি এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় সংকট সৃষ্টি হয়। উক্ত গবেষণার ধারাবাহিকতায় করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরবর্তী অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং সুশাসনের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে টিআইবি দ্বিতীয় দফায় বর্তমান গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করে যা গত ১০ নভেম্বর ২০২০ তারিখে এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশ করা হয়। গবেষণার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ও অন্যান্য দলিলসমূহ ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছে পাঠানো হয়েছে, যা টিআইবি'র ওয়েবসাইটেও (https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/research-policy/96-fact-finding-studies/6197-2020-11-10-04-21-36) পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় পর্বের এই গবেষণায় দেখা যায় যে, করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে পূর্বের চেয়ে কিছু ক্ষেত্রে উন্নতি হলেও এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশকের ক্ষেত্রে এখনো ঘাটতি বিদ্যমান। করোনা ভাইরাস মোকাবিলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ মতামত উপেক্ষা করে আমলানির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। চিকিৎসা সেবা ও নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে শহরকেন্দ্রিক ও বেসরকারি পর্যায়ের বাণিজ্যিক সেবা সম্প্রসারণ, কোভিড পরীক্ষায় ফি নির্ধারণ ইত্যাদি সংকোচনমূলক নীতি গ্রহণ করার ফলে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এই সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। স্বাস্থ্যখাতে ইতোমধ্যে গভীরভাবে বিস্তৃত দুর্নীতি করোনা সংকটে প্রকটভাবে উন্মোচিত হয়েছে এবং করোনা সংকটকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির নতুন ঝুঁকি ও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। একইভাবে সরকারের ত্রাণসহ প্রণোদনা কর্মসূচি থেকেও অনিয়ম-দুর্নীতি ও সুবিধা লাভের প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে, যার কারণে প্রকৃত উপকারভোগীরা বঞ্চিত হচ্ছে। অনিয়ম-দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিরা আড়ালে থেকে যাচ্ছে। তথ্য প্রকাশে বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমেও অনিয়ম-দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে আড়াল করার প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে দেশে করোনা সংক্রমণের মাত্রা কিছুটা কমে আসলেও নভেম্বর ২০২০ এর মাঝামাঝি সময় হতে সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা পুনরায় উর্ধমুখী। করোনা ভাইরাসের বিদ্যমান সংকট ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণের আশঙ্কা অনুযায়ী শীত মৌসুমে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ এবং করোনা ভাইরাসের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকগণ কর্তৃক সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ এবং এসব কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিত করতে এই গবেষণার ফলাফলের আলোকে নিচের সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করা হলো।

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
আইনের শাসন, পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি	
১. স্বাস্থ্য খাতের সব ধরনের ক্রয়ে সরকারি ক্রয় আইন ও বিধি অনুসরণ করতে হবে। সকল ক্রয় ই-জিপিতে করতে হবে	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২. করোনা সংক্রমণের সম্ভাব্য দ্বিতীয় পর্যায়ের আঘাত মোকাবিলায় বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে	কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী
সক্ষমতা বৃদ্ধি	
৩. বিনামূল্যে নমুনা পরীক্ষার সুবিধা সকল জেলায় সম্প্রসারণ করতে হবে এবং বিশেষজ্ঞ সুপারিশ অনুযায়ী নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে	কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৪. ব্যবহৃত সুরক্ষা সামগ্রীসহ চিকিৎসা বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে; সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মী ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর
অংশগ্রহণ ও সমন্বয়	
৫. সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রয়োজনে বেসরকারি হাসপাতালের সেবাসমূহকে (আইসিইউ, ভেন্টিলেটর ইত্যাদি) করোনা চিকিৎসা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে	কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৬. বিশেষজ্ঞ কমিটিসমূহের সুপারিশ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে	কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি
৭. দেশজুড়ে প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতার জন্য সরকারি বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে	স্থানীয় সরকার বিভাগ, এনজিও
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	
৮. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে নিয়মিত সভা করতে হবে এবং স্বাস্থখাতে করোনাকালে সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
৯. করোনা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে যে বিধি-নিষেধ দেওয়া হয়েছে তা বাতিল করতে হবে	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
১০. স্বাস্থ্যখাতের সরকারি ক্রয়, করোনা সংক্রমণের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, ত্রাণ ও প্রণোদনা বরাদ্দ ও বিতরণ ইত্যাদি বিষয়ে গণমাধ্যমসহ বিভিন্নভাবে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক
১১. ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের নিবর্তনমূলক ধারাসমূহ সংশোধন করতে হবে এবং হয়রানিমূলক সব মামলা তুলে নিতে হবে	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১২. বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগীদের তালিকা যাচাই-বাছাই ও হালনাগাদ করতে হবে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে	স্থানীয় সরকার বিভাগ
১৩. স্বাস্থ্যখাতে ক্রয়ে তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে এবং অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, দুর্নীতি দমন কমিশন
১৪. সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িত সাময়িক বরখাস্ত জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণসহ মামলা পরিচালনা করতে হবে। এসব জনপ্রতিনিধিদের পরবর্তী যেকোনো নির্বাচনে অংশ নেওয়ার যোগ্যতা বাতিল ঘোষণা করতে হবে	স্থানীয় সরকার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১৫. সম্মুখসারির সব স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রাপ্য প্রণোদনা দ্রুত বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh